বেহাল কারিগরি শিক্ষা

ঝরে পড়ছে অর্ধেক শিক্ষার্থী, শিক্ষকের ঘাটতি ৭৩%

মেহেদী হাসান

প্রকাশ : ২৮ মার্চ ২০২৬, ০৮:০০

শিক্ষক সংকট, উপকরণের অভাব, পুরোনো-অনুন্নত কারিকুলাম ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে কারিগরি শিক্ষায় বেহাল দশা বিরাজ করছে। দেশে ১২ হাজারের বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে বিশ্লেষণে দেখা গেছে, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ৪৪ শতাংশ। বিভিন্ন পলিটেকনিক, মনোটেকনিক এবং কারিগরি স্কুল ও কলেজে শিক্ষক পদের ৭৩ শতাংশই শূন্য আছে।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

এছাড়া জনশক্তি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যুরোর অধীন কারিগরি প্রতিষ্ঠানেও প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষক পদ শূন্য। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে এক শিফটের শিক্ষক দিয়ে চালানো হচ্ছে দুই শিফট। অনেক প্রতিষ্ঠানে ল্যাবরেটরি সংকট। আবার ল্যাব থাকলেও নেই যন্ত্রপাতি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা আরো নাজুক। ৩৮৭ বেসরকারি পলিটেকনিকের মধ্যে মাত্র ২০ থেকে ২৫টি ছাড়া অন্যগুলো নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মালিকরা সার্টিফিকেট বিক্রির দোকান খুলে বসেছেন। এদিকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত ও বেতন কমের কারণে কারিগরিতে আগ্রহ হারাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক আসন ফাঁকা থাকছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ল্যাবরেটরি ও শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী নয় : শিক্ষাবিদরা বলেন, কারিগরি শিক্ষা নিয়ে যেভাবে কথা হয়, সেভাবে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় ব্যাবহারিক শিক্ষা পান না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ল্যাবরেটরি ও শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী নয়। দক্ষ শিক্ষকেরও অভাব আছে। এতে কারিগরি শিক্ষার মানে ঘাটতি থাকছে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগও কম। আবার বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারছে না দেশের কারিগরি শিক্ষা। নেই হাতেকলমে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ। সনাতন শিক্ষার কারণে আন্তর্জাতিক স্তরে সমমর্যদা পাচ্ছে না বাংলাদেশের ডিপ্লোমা। এ কারণে পড়াশোনা শেষে শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক সহজে চাকরি পেলেও বেতন-ভাতা খুবই কম পান। ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবটিকস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেনস, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স, ইন্টারনেট অব থিংস, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন টেকনোলজিসহ আধুনিক বিষয়গুলো কারিগরি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ দেন শিক্ষাবিদরা।

কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর নির্দেশ শিক্ষামন্ত্রীর :শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একটি দক্ষ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত মানবসম্পদে রূপান্তরের কোনো বিকল্প নেই। এই লক্ষ্য অর্জনে কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গত ৪ মার্চ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সভাকক্ষে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এই নির্দেশ দিয়ে বলেন, দেশের ১৮ কোটি মানুষের ভাগ্য বদলাতে কারিগরি শিক্ষাই হবে প্রধান চাবিকাঠি।

চাকরি না পেয়ে কারিগরি শিক্ষাগ্রহণে অনাগ্রহ :এক গবেষণায় দেখা গেছে, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৭৮ শতাংশ শিক্ষার্থী পাশ করেছেন, যাদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন শতকরা ৭২ শতাংশ। বাকি প্রায় ২৮ শতাংশ গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার আগে ঝরে পড়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন অধ্যাপক বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারিগরি শিক্ষাকে। উন্নত অনেক দেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হারও বেশি। কিন্তু বাংলাদেশে চাকরি না পেয়ে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ দিনদিন হারিয়ে ফেলছেন শিক্ষার্থীরা। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়লেও ধারাবাহিকভাবে কমছে শিক্ষার্থী। একই সঙ্গে দেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারত্বের হার গত ১৩ বছরে আট গুণ বেড়েছে। জাতীয়

শিক্ষাব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) ২০২১ সালে জমা দেওয়া এক গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ কর্মজীবী, ৪ শতাংশ উদ্যোক্তা, ৩৮ শতাংশ বেকার ও ৪ শতাংশ কাজে আগ্রহী নন। তবে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে বেকারত্বের হার বেশি। গ্রামাঞ্চলের মাত্র ৪৮ শতাংশ ডিপ্লোমাধারী কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন।

শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে না :দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বৈদেশিক আয়। কোটি প্রবাসীর হাত ঘুরে আসছে এ রেমিট্যান্স। অর্ধেকের বেশি শ্রমিক যাচ্ছেন অদক্ষ হিসেবে। ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। শিক্ষাবিদরা বলেন, দেশে কারিগরি শিক্ষার অবকাঠামো সম্প্রসারণ হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার মান নিশ্চিত করা যায়নি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা বাড়ানো খুবই জরুরি। কিন্তু দেশে শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে না। কারিগরি অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানগুলোয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের প্রি-ভোকেশনাল এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত কমপক্ষে চারটি করে ট্রেডে পড়াশোনা করানো হয়। এছাড়া, এসএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি (ভোকেশনাল) কোর্সসহ বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে সব কোর্স চালু আছে, এমন প্রতিষ্ঠানে বেশির ভাগ আসন ফাঁকা থাকছে।

১০০ টিএসসি নির্মাণে দুই বছরের প্রকল্প ১১ বছরেও শেষ হয়নি :জানা গেছে, ১০০টি উপজেলায় একটি করে টিএসসি নির্মাণের প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছিল ২০১৪ সালে। ঐ সময় প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছিল ৯২৪ কোটি টাকা। ২০১৬ সালের জুনের মধ্যে এসব টিএসসি নির্মাণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সিকিভাগও বাস্তবায়িত না হওয়ায় বাড়ানো হয় বরাদ্দের পরিমাণ ও মেয়াদ। দুই বছর মেয়াদের সে প্রকল্প ২০২৬ সালে এসেও শেষ হয়নি।

পাঁচ বছরের পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে হতাশার চিত্র :বিগত পাঁচ বছরের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মোট শিক্ষার্থী ভর্তি হন ৮১ হাজার ৭৬ জন। ঐ শিক্ষাবর্ষে আসন ফাঁকা ছিল ৫২ দশমিক ৮ শতাংশ। তার পরের শিক্ষাবর্ষে ৭৭ হাজার ২৭২ শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও ৫৪ দশমিক ৩৪ শতাংশ ছিল শূন্য আসন। এছাড়া ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ছিল ৭৩ হাজার ২৭২ জন, ফাঁকা আসন ৫৮ দশমিক ৬২ শতাংশ; ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হন ৭১ হাজার ৫৫৩ শিক্ষার্থী, আর ফাঁকা পড়ে ছিল ৫৯ দশমিক ৪ শতাংশ আসন। অর্থাত্ কারিগরি শিক্ষার্থীর পরিমাণ দিনদিন কমছে।

মাধ্যমিকে যুক্ত হচ্ছে কারিগরি শিক্ষা :শিক্ষার মানোন্নয়নে মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে ক্রেডিট ব্রিজ তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ে ক্রেডিট ব্রিজ কোর্স তৈরি হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া ইন্টার্নশিপ ও ক্যারিয়ার সেন্টার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বাধ্যতামূলক করা হবে।’